“ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র উদ্দ্যেগে এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরন

“ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র উদ্দ্যেগে এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরন করা হয়েছে। শুক্রবার দর্শনা রুদ্রুনগর দারুল কোরআন হাফিজিয়া মাদ্রাসার এতিমদের মাঝে ইফতার বিতরন করা হয়েছে।

ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোঃ নূরুন্নবী সুমনের পিতা মোরহুম আব্দুল সমালেক সনু মিয়ার রুহের আত্মার মাগফেরাত কামনায়, ভালোবাসার বন্ধন দর্শনার সহযোগিতায় রুদ্রনগর এতিমখানায় এতিমদের মাঝে ইফতার প্রদান করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মাদ্রাসার মাহতামিম মাও. মোস্তফা কামাল, “ভালোবাসার বন্ধন দর্শনা”র সম্মানিত উপদেষ্টা মমিনুল ইসলাম, রাসেল আহমেদ শাওন, সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ নূরনবী সুমন, সাংগঠনিক সম্পাদক আয়নাল হক, দপ্তর সম্পাদক আসহাবুল আলম, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেখ সাজু, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক শোভন দাস সহ দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক চঞ্চল মেহমুদ ও আহসান হাবীব মামুন ও মাদ্রাসার শিক্ষক সহ শিক্ষার্থীবৃন্দ।

গাংনীতে সবজির মূল্য আকাশ চুম্বী

মেহেরপুরের গাংনীতে সব ধরণের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সবজির মূল্য আকাশ চুম্বী। সব ধরণের সবজির কেজি প্রতি দাম বেড়েছে ২০ থেকে ৪০ টাকা পর্যন্ত। মাছ এবং মাংসের দাম কিছুটা উর্ধমূখী।

পেঁপে, শসা আর বেগুনের বাজারে আগুন। সরবরাহ আগের মতো থাকলেও

রমজানে সব শ্রেণির মানুষ বাজারে ভিড় করায় চাহিদা বেড়ে গেছে। প্রশাসনিক কোন নজরদারী না থাকায় সবজি বাজার উর্ধ্বমূখী বলে মন্তব্য করেছেন ক্রেতারা।

তবে প্রশাসন বলছে বাজার মনিটরিং করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ।

গাংনীর বামন্দীসহ কয়েকটি হাট বাজারে দেখা গেছে, রোজা শুরুর আগে যে বেগুন বিক্রি হয়েছে ২৫ থেকে ৩০ টাকা কেজি দরে, সে বেগুন বিক্রি হচ্ছে ৭০ থেকে ৭৫ টাকা কেজি করে।

রমজানের একদিন আগেও শসা বিক্রি হয়েছে ৩০ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে। সেই একই শসা রমজানের শুরুতেই বিক্রি হচ্ছে ৮০ টাকা কেজি দরে। এছাড়াও, করলা ১২০ টাকা, ঢেঁড়শ ৬০ টাকা, লালশাক ৫০ টাকা, পটল ৮০ টাকা, ও সাদা শাক (ডাটা) ৫৫ টাকা, লেবু ৪৫ টাকা হালি, কাঁচা কলা ৪৫ টাকা, সজনে ডাটা ১২০ টাকা, বাঁধা কপি ৫৫ টাকা দরে বিক্রি করতে দেখা গেছে। আর গাজর বিক্রি হচ্ছে ৬০ টাকা কেজি।

এদিকে পেঁয়াজ ও আলুর দাম স্বাভাবিক রয়েছে। স্থানীয় সুখসাগর পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ২০ টাকা ও দেশিয় পেঁয়াজ ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে । আর আলু বিক্রি হচ্ছে ১৫ থেকে ১৬ টাকা কেজি দরে। কাঁচা মরিচের ঝাঁঝ বেড়েছে বেশ। বর্তমান বাজারে সেটি বিক্রি হচ্ছে ২৫ টাকা পোয়া অর্থাৎ ১০০ টাকা কেজি। সরকারী দেয়া মূল্য তালিকা থাকলেও তেল, লবন, চিনি, ছোলা, মসলা, বেসন ইত্যাদি কিছুটা বাড়তি দরে বিক্রি হচ্ছে।

রমজানে মাছের দাম বাড়েনি। অন্যান্য দিনে যে দামে মাছ বিক্রি হয় রমজানে সেই দামেই বিক্রি হচ্ছে। পাইকারী বাজারেও মাছের দামে কোন প্রভাব পড়েনি। পাইকারী বাজার থেকে খুচরা বাজারে প্রতি কেজি মাছ ১০ থেকে ৫০ টাকা বেশি দামে বিক্রি হতে দেখা গেছে। তবে রমজান উপলক্ষে কোন ধরণের মাংসের দাম বাড়েনি।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসূমী খানম জানান, রমাজনের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণ রাখতে একাধিক বার মিটিং করে ব্যবসায়ীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। বাজারও মনিটরিং করা হচ্ছে। সিন্ডিকেটের মাধ্যমে বাজার অস্থিতিশীল করার কেউ চেষ্টা করলে আইনানুগ ব্যাবস্থা নেওয়া হবে।

মেহেরপুরের ঐতিহাসিক নিদর্শন করমদির গোসাইডুবি মসজিদ! সংস্কার প্রয়োজন

দেয়ালে গজিয়ে ওঠা বটগাছের শেকড় বাকড়ে গ্রাস করেছে গোটা মসজিদ। দেয়ালের আস্তরণ আর ইট খসে পড়েছে। কিন্তু পরিত্যক্ত দেয়ালে তৎকালীণ কারুকার্য খচিত নকশাঁ তৈলহীন মাটির প্রদ্বীপের মতো জলছে। মসজিদটির চিহ্ন বিলুপ্ত প্রায়।

এখন আর কেউ উপাসনার জন্য সেখানে যায় না। জ্বীন ভূতের বসবাস ভেবে একা সাহস করে কেউ সেখানে যেতে না পারায় সেটির সংস্কার কাজও হয়নি। ফলে মসজিদটি এখন ধ্বংসের পথে।

এতক্ষণ যে মসজিদটির কথা বলছিলাম সেটি মেহেরপুরের গাংনীর করমদি গ্রামের গোসাইডুবি মসজিদ। মসজিদের অবশিষ্টাংশ বুকে আগলে রেখেছে বিশাল আকৃতির এক বটবৃক্ষ। মসজিদটির পুরতন অবয়ব ধরে সংস্কারেরর দাবী স্থানীয়দের।

যতদূর জানা যায়, ১৮৬৪ সালে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামের হাজি দশরাত বিশ্বাস মসজিদটি নির্মাণ করেন। পায়ে হেঁটে হজ্ব করার পর ধর্মীয় উপাসনার জন্য মসজিদটি নির্মানের পর মসজিদটির আশে পাশে গড়ে ওঠে বসতি। তার মৃত্যুর পর মসজিদটি দেখভাল করার কেউ ছিল না।

অন্যদিকে জ্বীন পরীর আছর হতে পারে এমন গুজবে এবং হনুমানের অত্যাচারে ওখানকার বসতিরা অন্যস্থানে চলে যান। এতদসংলগ্ন এলাকায় জনবসতি না থাকায় নির্মাণের পর থেকেই মসজিদটি সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ ও ভগ্ন অবস্থা বিরাজ করে। মসজিদটির দেয়ালে গজিয়ে উঠে একটি বটগাছ। গাছটি বিশাল আকৃতি ধারণ করে।

বটের শেকড় চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে মসজিদটি অস্তিত্ব বিলীন করে ফেলে। বিশাল আকৃতির বটবৃক্ষের নেমে যাওয়া বওয়ার ফাক দিয়ে নিজের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে মসজিদের কিছু অংশ। তার আশপাশে পড়ে আছে

পাহাড়ি দৃশ্যের মাটির ভিটা।

বংশ পরম্পরায় হাজি দশারতের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে কফিল উদ্দীন বিশ্বাস ওই এলাকা দেখাশোনা করতেন। কফিল উদ্দীন বিশ্বাসের মৃত্যুর পর ছেলে আব্দুৃল জলিলের নামেই মসজিদ এলাকা স্থানটি এখন স্থাপনার নায়ক মৃত দশারত এঁর নাতি ছেলে আব্দুল জলিলের বটতলা নামে পরিচিত।

এলাকাবাসিরা জানান, গোসাইডুবি মাঠের ভিতরে মসজিদটি তৈরী করায় তার নাম দেয়া হয় গোসাইডুবি মসজিদ। সন্ধ্যার পর আর ওই গাছের নিকট দিয়ে কেউ মাঠে যায় না। মসজিদটির কাছে গিয়ে দেখা গেছে, চুন সুরকীর গাথুনী ও আস্তরন খসে পড়লেও এর গায়ে যে কারুকার্য খচিত নকশাঁ ছিল তা বিলীন হয়ে যায় নি। মসজিদটি এখন আর সংস্কার করাও পথ নেই।

কয়েক বছর পর কাগজ কলমে গোসাইডুবি মসজিদ থাকলেও এর অস্তিত্ব খুঁজে পাবে না ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। তবে ভূত প্রেতের ভয়ে এলাকায় মানুষ যেতে এখনো ভয় পান। স্থানীয় প্রবীণদের মুখ থেকে শোনা যায়, মেহেরপুর জেলার এটিই প্রথম মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটি সংস্কার করে এর অস্তিত্ব ধরে রাখার দাবী করেন স্থানীয়রা।

করমদি গ্রামের আবু জাফর জানান, আমরা গল্পে শূনেছি,জেলার এটি প্রথম মসজিদ নামে খ্যাত। যেহেতু এর অস্তিত্ব এখনো বিলীন হয়ে যায়নি,তাই সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া উচিৎ।

করমদি জামে মসজিদের ঈমাম মোঃ খাদিমুল ইসলাম বলেন, কয়েকশ বছরের পুরাতন জরাজীর্ণ এই মসজিদটি সংস্কারের জন্য স্থানীয়দের উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারি উদ্যোগ প্রয়োজন। মসজিদটি পুণঃসংস্কার করা হলে প্রচলিত ভূত প্রেতের যে কুসংস্কার আছে দির্ঘদিন যাবত তাও দুর হবে। মানুষ শুন্য এলাকায় আবারও মানুষ চলাচলে সাহস যোগাবে।

স্থানীয় ইউপি সদস্য তোহিদুল ইসলাম জানান,ভিন্ন জেলার মানুষ গোসাইডুবির মসজিদ দেখতে আসেন। কিন্তু স্থানীয়দের মধ্যে অনেক ভয় রয়েছে। ওই এলাকায় একা কেউ যেতে পারেনা।

মসজিদটি জেলার ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে সরকারি উদ্যোগে সংস্কার করা হলে পুরাতন মসজিদটি যেমন সৌন্দর্য ফিরে পাবে,তেমনী এলাকার মানুষের মধ্যেকার আতংক আর ভয়ের অবসান হবে।

তেঁতুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস জানান,

মসজিদটি সংস্কারের জন্য এলকাবাসী উদ্যোগ নিলে আমি আমার ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে সব ধরনের সহযোগীতা করব।

তবে চেষ্টা বিষয়টি নিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রচার করা হলে বিভিন্ন দপ্তরের নজরে আসবে । তাহলে সরকারি ভাবেও এটি হয়তো সংস্কার কিংবা সংরক্ষণের ব্যবস্থা হতে পারে। তাছাড়া জ্বীন ভুতের ভয়ে এলাকার মানুষ ওই দিকে আর যায় না তাই সংস্কারের উদ্যোগ নেইনি।

গাংনী উপজেলা ইসালামীক ফাউন্ডেশনের তদারক কর্মকর্তা (সুপারভাইজার) মনিরুর ইসলাম জানান, ২০০৫ সালের দিকে বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নির্দেশনায় জেলার ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে প্রস্তবনা চেয়েছিল।

মেহেরপুর জেলার একমাত্র ঐতিহাসিক মসজিদ হিসেবে সংস্কারের জন্য গোসাইডুবি মসজিদটি সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছিলাম, এপর্যন্ত তা আলোর মুখ দেখেনি। আস্তে আস্তে হয়তো এক সময়কার এই মসজিদ খাতা কলম, ও মেহেরপুরের ইতিহাসে থাকবে বাস্তবে তার অস্তিত্বের দেখা মিলবেনা।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, মেহেরপুর জেলার ইতিহাসে গোসাইডুবি মসজিদের নাম উল্লেখ রয়েছে। মসজিদের অনেক কাঠামো এখনও টিকে রয়েছে আমি স্থানীয়দের মুখে শুনেছি। তবে মসজিদটি আমার উপজেলার মধ্যে অবস্থিত। সংস্কারের জন্য আমি চেষ্টা করব।

মেহেরপুরে কর্মকর্তা ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক একেএম শাহিন কবীর জানান, মেহেরপুর জেলার একটি ঐতিহাসকি মসজিদ হিসেবে অনেক পরিচিত করমদি গ্রামের গোসাইডুবি মসজিদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমার আগের অফিসারগণ সুপারিশ করে গেছেন। আমিও আমার দপ্তরকে বিষয়টি জানাব।

আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বেলা ১১ টায় আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ হলরুমে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুকে সভাপতি এবং কলেজিয়েট স্কুলের উপাধ্যক্ষ শিক্ষক সামিম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৩১ সদস্য বিশিষ্ট উপজেলা কমিটি গঠন করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদ সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ গোলাম সরোয়ার মিঠুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের আহবায়ক শাহজাহান আলী।

এছাড়াও সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাহবুবুল ইসলাম সেলিম, এ্যাডভোকেট তসলিম উদ্দিন ফিরোজ, ফয়েজ বিন মসলেম, সাদিকুল ইসলাম, সমকালের জেলা প্রতিনিধি খাইরুল ইসলাম, আলমডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, সম্পাদক হামিদুল ইসলাম আজম, বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন, পৌরসভার প্যানেল মেয়র মজিবুল হক, কমিশনার জহুরুল ইসলাম স্বপন।

সম্মেলনে আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার মিঠুকে সভাপতি ও শিক্ষক সামিম রেজাকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত করা হয়।

গাংনীতে পাষন্ড স্বামী, শাশুড়ি

ও ননদের চরম অত্যাচার ও নির্যাতনে মানুষিক রোগী হয়ে পড়ছেন চম্পা খাতুন

পাষন্ড স্বামী, শাশুড়ি ও ননদের চরম অত্যচার ও নির্যাতনে মানুষিক রোগী হয়ে পড়ছেন চম্পা খাতুন (২৮) নামের দুই সন্তানের জননী।

চম্পা খাতুন গাংনী উপজেলার দেবীপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের স্ত্রী। চম্পা খাতুন বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার এমকে রেজা জানিয়েছেন, চম্পা খাতুনের শরীরের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতনের চিহৃ রয়েছে। নির্যাতনে চম্পা খাতুন দিন দিন মানুষিক রোগী হড়ে পড়েছে। তাকে উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা উচিৎ।

চম্পা খাতুন জানান, প্রায় ১২ বছর আগে বিল্লাল হোসেনের সাথে আমার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর একটি মেয়ে আছিয়া খাতুন (৯) ও একটি ছেলে নাইম হোসেন (৪) হয়েছে আমার।

বিয়ের পর থেকেই আমার শাশুড়ি জাইমা খাতুন, ননদ রোকেয়া খাতুন ও মরিয়ম খাতুন বিভিন্ন কারনে অকারনে আমার উপর চরম নির্যাতন চালিয়ে আসছে। আমাকে তালাক দেওয়ার জন্য সব সময় তারা আমার স্বামীকে চাপ দিয়ে আসছেন।

তারা বিভিন্ন সময়ে আমার উপরে চরম নির্যাতন চালিয়ে আসছেন। আমি প্রতিবাদ করলে তারা আরো নির্যাতন করে। শুধু নির্যাতন নয়, আমার শাশুড়ি আমাকে নেশা জাতিয় ওষধ খাইয়ে দেন। না খেতে চাইলেও নির্যাতন করে থাকে।

চম্পার মেয়ে আছিয়া খাতুন জানায়, আমার মাকে আমার আব্বু, দাদী ও ফুঁফুরা সবাই মিলে নির্যাতন করে। তারা নির্যাতন করে বাড়ি থেকে বের করে দেই।

চম্পা খাতুনের চোখের কোনায় ফোলা জখমসহ সারা শরীরে আঘাঁতের ক্ষত রয়েছে।

এব্যাপারে চম্পা খাতুনের স্বামী বিল্লাল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমার স্ত্রী বেশ কয়েকদিন আগে আমার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা।

আমার আত্মীয় স্বজনসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুজি করেছি। সে এখন গাংনী হাসপাতালে আছে এমন কথা জানালে তিনি আসছেন বলে জানালেও বিকাল পর্যন্ত আসেননি। বিকালের দিকে একাধিকবার তার মোবাইল ফোনে কল দিলেও আর কল রিসিভ করেননি।

গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, লিখিত অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীর সহড়াবাড়িয়া গ্রামে স্ত্রীকে হত্যার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়িয়া গ্রামে সেলিনা খাতুন (৩৫) নামের এক গৃহবধুকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে তার স্বামীর বিরুদ্ধে।

সেলিনা খাতুন গাংনী উপজেলার সহড়াবাড়িয়া গ্রামের রাইমনতলা পাড়া এলাকার আব্দুল ওয়াহেদের স্ত্রী।

তবে, অভিযুক্ত আব্দুল ওয়াহেদ তার বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন আমার স্ত্রী সেলিনা খাতুন আমার প্রতিবন্ধী শিশু ছেলে নাহিদ হোসেন (৯) এর হাতে নিহত হয়েছেন।
শুক্রবার বেলা সাড়ে ১০ টার দিকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সেলিনা খাতুন মারা যায়।

এর আগে গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২ টার দিকে অজ্ঞান অবস্থায় প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ও পরে সেখান থেকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন।

নিহত সেলিনা খাতুনের ভাই মহিবুল ইসলাম অভিযোগ করেন আমার বোনকে

তার স্বামী গলাটিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করে তার প্রতিবন্ধী ছেলের দোষ দিচ্ছে। ৮ বছর বয়সী প্রতিবন্ধী ছেলে নাহিদ নিজেও নড়াচড়া করতে পারেনা বলেও জানান তিনি।

জানা গেছে, ধর্মচাকি গ্রামের চেংগাড়া পাড়া এলাকার আজিজুল হকের মেয়ে সেলিনা খাতুনের সাথে ১৩ বছর আগে সহড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল ওয়াহেদের সাথে বিয়ে হয়।

১৩ বছরে তার দুটি সন্তান রয়েছে। বড় মেয়ে অনামিকা বর্তমানে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেনীর ছাত্রী। ছেলেটি প্রতিবন্ধী।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে প্রতিবেশীরা জানান, নিহত সেলিনা খাতুন পাঁচ ওয়াক্ত আদায় করতো। সে নামাজ রোজা করতো। তবে স্বামী তার উপর প্রায়ই শারীরিক নির্যাতন করতো।

সেলিনা খাতুনের বড় ভাই আরো জানান, গত মঙ্গলবার রাত সাড়ে ১২ টার দিকে আমাকে খবর দেন আপনার বোন অসুস্থ। আমি গাংনী হাসপাতালে গিয়ে দেখি বোনোর গলায় ফাঁস লাগানোর চিহৃ রয়েছে।

হাসপাতালে তাকে ভর্তি না নিলে সাথে সাথে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেন কর্তব্যরত চিকিৎসক। এই কয়দিন সেখানেই আইসিউউতে রেখে সঙ্গাহীন অবস্থায় চিকিৎসা সেবা চলছিল। আজকে মারা যায় সেলিনা।

তিনি আরো বলেন, প্রথম দিন থেকেই আমার বোন জামায় আব্দুল ওয়াহেদ অসংলগ্ন কথা বার্তা বলে আসছেন। আমাদের ধারণা তাকে হত্যা করেছে তার স্বামী। এ বিষয়ে গাংনী থানায় মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

এদিকে নিহত সেলিনার স্বামী আব্দুল ওয়াহেদ জানান, আমি ও আমার স্ত্রী সেলিনা খাতুন এক সাথে রাতের খাবার খেয়ে আমি তামাক ঘর জালাতে যায়।

পরে রাতে ১২ টার দিকে এসে দেখি আমার স্ত্রী সেলিনা খাতুন অজ্ঞান অবস্থায় খাটের উপর পড়ে আছে। আমি ও আমার পরিবারের লোকজন তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এব্যাপারে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এখন পর্যন্ত আমার কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি। তারপরেও আমি অফিসার পাঠিয়ে খোঁজ খবর নিচ্ছি। আর পরিবারের পক্ষ

থেকে লিখিত অভিযোগ দিলে তদন্ত সাপেক্ষ আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

গাংনীতে পাওনা টাকা আদায়ে থানায় অভিযোগ দেওয়ায় বাদীকে মারধর

পাওনা টাকা চাওয়ায় আদায় করতে পুলিশের কাছে লিখিত বিচার দিয়ে প্রতিপক্ষের হামলায় মারাত্বক আহত হয়েছে জয়নাল আবেদীন নামের এক ব্যাক্তি।

জয়নাল আবেদীন গাংনী পৌর সভার পশ্চিম মালশাদহ গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তার সেখের ছেলে।

হামলা করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা এখন মামলা তুলে না নিলে প্রাণনাশের হুমকিও দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন জয়নাল আবেদীন।

আহতাবস্থায় জয়নাল আবেদীন বর্তমানে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। শুক্রবার সকাল ৯ টার সময় প্রতিপক্ষ মিনারুল ইসলাম ও রবিউল ইসলাম নামের দুজন তাকে এ মারপিট করেন।

জয়নাল আবেদীন জানান, পৌরসভার পশ্চিম মালসাদহ গ্রামের মৃত আব্দুস সাত্তার সেখের সম্পত্তি ওয়ারিশ সূত্রে তার ছেলে মেয়েরা মালিক।

বাবার ২৭ শতক জমি ভূলক্রমে জয়নাল আবেদীনের বোনের নামে রেকর্ড হয়ে যায়। উক্ত জমি জয়নাল আবেদীন তার বোনের কাছে ফেরত চাইলে বোন ফেরত দিতে রাজী হয়।

কিন্তু গ্রামের মসলেম আলীর ছেলে মিনারুল ইসলাম ও মজির উদ্দীনের ছেলে রবিউল ইসলাম ষড়যন্ত্র করে বোনকে ম্যানেজ করার কথা বলে গত ১৬ ফেব্রুয়ারী জয়নাল আবেদীনের নিকট থেকে ১ লাখ টাকা নিয়ে জমি ফেরত দেয়ার কথা।

কিন্তু দীর্ঘদিন অতিবাহিত হলেও সেই টাকা ফেরত দিতে গড়িমসি করছে। টাকা না পেয়ে গাংনী থানায় অভিযোগ করে জয়নাল আবেদীন।

শুক্রবার থানায় সালিশ মিমাংসার মাধ্যমে টাকা ফেরত দেয়ার কথা ছিল। এদিকে মিনারুল ইসলাম ও রবিউল ইসলাম থানায় যাওয়ার আগেই জয়নাল আবেদীনের বাড়ী থেকে টেনে বের করে বেধড়ক মারপিট করে এবং মামলা তুলে নিতে হুমকি দেয়।

এব্যাপারে মিনারুল ইসলাম ও রবিউল ইসলাম জানান আমাদের বিরুদ্ধে যে কয়টা মামলা করতে চাই করুক । দরকার হলে জেল খাটবো। তারা ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে আরও জানান, আমরা টাকা নিইনি। টাকা লেন দেনের কোন স্বাক্ষী নেই।

কোটচাঁদপুরে ইউপি চেয়ারম্যানের অনিয়ম-দূর্ণীতির বিরুদ্ধে অভিযোগ

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজুর বিরুদ্ধে অনিয়ম, দূর্ণীতি, অর্থ আত্মসাৎ ও সেচ্ছাচারিতার অভিযোগ উঠেছে।

এ নিয়ে ইউনিয়নের ৯ জন সদস্য (মেম্বার) চেয়ারম্যানের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

ফলে বলুহর ইউনিয়ন পরিষদের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। গত বৃহস্পতিবার রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ দেলোয়ার হোসেন জানান, চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেয়েছি। প্রশাসনিক ভাবে বিষয়টি তদন্ত হবে।

অভিযোগে উল্লেুখ করা হয় হয়েছে, ইউপি চেয়ারম্য্যান নজরুল ইসলাম নজু সরকারের দেয়া বিভিন্ন প্রকল্পের প্রায় ১৫ লাখ টাকার ভুয়া ও মিথ্যা ভাউচার রেজ্যুলেশনের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন। তিনি

দীর্ঘদিন ধরে কোন মাসিক সভা করেননি। পরিষদ সদস্যরা বারবার অনুরোধ করলেও তিনি নানা কৌশলে এড়িয়ে যান।

এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করলেও কোন সুরাহা হয়নি। অভিযোগকারী সদস্যরা হলেন, সংরক্ষিত নারী সদস্য জামেনা খাতুন, শাহানারা খাতুন, কুলসুম বেগম, সাধারণ সদস্য ফারুক হোসেন, রবিউল ইসলাম, বিপ্লব হোসেন, শরিফুল ইসলাম, মইদুল ইসলাম ও রফিকুল ইসলাম সহ ৯ জন সদস্য।

এ বিষয়ে চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম নজু জানান, মাত্র দু’মাস হয়েছে দায়িত্ব গ্রহন করেছি। এর মধ্যে নিয়ম মেনেই প্রকল্পের কাজ করা হচ্ছে। যা কিছু করা হয়েছে রেজ্যুলেশন করেই।

তার বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, কিছু মেম্বার বিভিন্ন প্রকার কার্ড করে দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের নিকট থেকে টাকা নেয়। ফলে আমি তাদেরকে বকাবকি করি। তারাই ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আমার বিরুদ্ধে এ সকল মিথ্যা অভিযোগ করেছে। যা সম্পন্ন মিথ্যা বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

গভীর নলকূপের পানি পান করে পৌরবাসী সুফল পাচ্ছেন- পৌর মেয়র রিটন

সুপেয় পানির সংকট মেটাতে মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে শহরের ১নং ওয়ার্ডের ভৈরব নদের এলাকায় পানির পাইপ বসানোর উদ্বোধন করলেন পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে পানযোগ্য পানি দীর্ঘ দিনের সংকট নিরসনে জন্য এলাকায় পানি সরবরাহের জন্য পাইপ লাইন বসানোর উদ্বোধন করেন।

এসময় পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, মেহেরপুর পরবাসীর জন্য সুপেয় পানির ব্যবস্থা সর্বদা মেহেরপুর পৌরসভা কাজ করে চলেছে।

তারই আলোকে এই এলাকায় দীর্ঘ দিনের পানির লাইন ছিল না। আজকে সেই সংকট নিরসনে পাইপ বসানো হচ্ছে। মেহেরপুর পৌর বাসীর জন্য এর আগে শহরের পন্ডের ঘাটে ১২শ ফিট গভীর থেকে জীবাণুমুক্ত পরিচ্ছন্ন পানযোগ্য পানির তোলা হয়েছে। যেখানে পৌরবাসী ভালো পানি পান করতে পারে। সেই গভীর নলকূপের পানি পান করে পৌরবাসী সুফল পাচ্ছেন।

এসময় পৌরবাসীদেরকে পানির অপচয় থেকে বিরত থাকতে আহবান জানান মেয়র। এসময় পৌর প্যানেল মেয়র শাহিনুর রহমান রিটন, কাউন্সিলর আল মামুন, শাকিল রাব্বি ইভান, সৈয়দ আব্দুল্লাহ হেল বাপ্পি, ওয়াটার সুপার মাসুদ রানা, পৌর কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এ সময় সেখানে দোয়া ও মোনাজাত করা হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় যুব জোটের ইফতার মাহফিল

মেহেরপুর সদর উপজেলার নবগঠিত বারাদীতে জাতীয় যুব জোটের উদ্যোগে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার নবগঠিত বারাদী ইউনিয়নে জাসদ অফিসে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে ইফতার এর আয়োজন করেন জেলা জাতীয় যুব জোট মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও নবগঠিত বারাদী ইউনিয়নের জাসদ মনোনীত চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নুরু- উছ-সাফা প্লাবন।

এসময় যুব জোটের জেলার বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।